ইতিহাস শিক্ষা।

অর্থাৎ

ভারতবর্ষের ইতিহাসের

অভিনব প্রশ্নোত্তর মালা।

সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের নিমিত্ত।

শ্রীগুরুনাথ সেন গুপ্ত

প্রণীত।

কলিকাতা।

আহিরীটোলা ষ্ট্রীট ৩৬ নং চিক্যাগো প্রেসে

শ্রীরামদয়াল আঢ্য দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩ সাল।

মূল্য ৶১০ দশ পয়সা মাত্র।

ESSAY

ON

ELEMENTARY HISTORY OF INDIA,

IN BENGALI.

BY

GOOROO NATHA SEN-GUPTA,

Head Pundit of the Ameeretollah Bungobidyaloya.
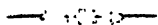
AWARDED

BY

MOHENDRA LAL CHANDRA,

A Member of the Committee of Management of the Aheeretollah Bungobidyaloya

THIS BOOK IS PUBLISHED BY THE DONOR OF THE PRIZE, WHO HAS MADE OVER THE COPY-RIGHT FOR THE BENIFIT OF THE ABOVE INSTITUTION.

To

BABU MOHENDRO LAL CHANDRA.
Member of the Committee of management of the
Aheereetollah Bungobidyaloya.

SIR,

IN consideration of the prize you awarded to me for the Essay on the Elementary History of India in Bengali, written by me in competition with others, I hereby give and make over to you all privileges of copyright to the work.

I remain,
SIR.
ur most obedient servant,
O NATH SEN-GUPTA.
undit of the Aheereetollah
Bungobidyaloy.

ইতিহাস শিক্ষা।

অর্থাৎ

ভারতবর্ষের ইতিহাসের

অভিনব প্রশ্নোত্তর মালা।

সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের নিমিত্ত।

শ্রীগুরুনাথ সেন গুপ্ত

প্রণীত।

কলিকাতা।

আহিরীটোলা ষ্ট্রীট ৩৬ নং চিক্যাগো প্রেসে

শ্রীরামদয়াল আচ্য দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩ সাল।

মূল্য ৵১০ দশ পয়সা মাত্র।

ইতিহাস শিক্ষা

অর্থাৎ ভারতবর্ষের ইতিহাসের অভিনব প্রশ্নোত্তর।

বালকগণ। মহাশয়, কা'ল ভূগোল পাঠের সময় বলিয়াছিলেন যে, আমাদিগকে ইতিহাসের কথা বলিবেন। ইতিহাস কাহাকে কহে? উহা পাঠ করিলে কি উপকার হয়?

শিক্ষক। যে শাস্ত্র পাঠ করিলে পূর্ব্ব কালের বিবরণ জানা যায়, তাহাকে ইতিহাস কহে। উহা পাঠ করিলে, কোন্ রাজা কোন্ দেশের কি কি উপকার করিয়াছিলেন, কোন্ বীর স্বদেশের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিয়া গিয়াছেন, কোন্ কোন্ জাতি কি কি গুণ থাকাতে অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং কি কি দোষেই বা তাহাদিগের অবনতি হইয়াছিল, এই সকল বিষয় জানিতে পারা যায়। আরও দেখ, ইতিহাস শত শত ব্যক্তির জীবনচরিত স্বরূপ। কোন এক উন্নত ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্ত পাঠ করিলে যে উপকার হয়, ইতিহাস পাঠে তাহার সহস্র গুণ উপকার হইয়া থাকে।

আমি আজ তোমাদিগকে ইতিহাসের বিষয় বলিব। অঘোর! বল দেখি, এ দেশের নাম কি?

অঘোর। বাঙ্গালা।

অমর। না, মহাশয়! বাঙ্গালা বা বঙ্গ দেশ নহে। দেশের অংশ বলিয়া উহাকে প্রদেশ বলে। এ দেশের নাম ভারতবর্ষ।

শি। হাঁ, এদেশের প্রকৃত নাম ভারতবর্ষ। প্রাচীন হিন্দুরা পৃথিবীকে প্রধানতঃ ১৮ ভাগে বিভক্ত জ্ঞান করিতেন। উহার এক এক ভাগকে দ্বীপ (১) বলে। উক্ত দ্বীপ গুলির মধ্যে জম্বুদ্বীপ সর্ব্ব প্রধান এবং উহাও বর্ষ নামক কতিপয় ভাগে বিভক্ত ছিল। হিমালয় পর্ব্বত হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত এবং সোলেমান ও হল পর্ব্বত হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত যাবতীয় স্থান একটী বর্ষ বলিয়া বিখ্যাত। ঐ বর্ষে ভরত নামক এক অতি প্রসিদ্ধ রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, এজন্য উহাকে ভারতবর্ষ কহে। আর এই ভারতবর্ষে প্রধানতঃ হিন্দু (২) জাতির বাস বলিয়া, মুসলমানেরা ইহাকে হিন্দু স্থান বলেন। ইংরেজেরা ঐ হিন্দুস্থান শব্দের অপভ্রংশে ইণ্ডিয়া নাম বলিয়া থাকেন।

---

(১) জম্বু, কুশ, প্লক্ষ, শাল্মলি, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর, কুরু, চন্দ্র, বরুণ, সৌম্য, নগ, কুমারিক, গভস্তিমান্, রুমণ্বান্, তাম্রপর্ণ, কশেরু, ও ইন্দ্র। এই ১৮টীর মধ্যে প্রথম ৭টী মহাদ্বীপ ও শেষ ১১টী উপদ্বীপ বলিয়া খ্যাত।

(২) হিন্দু শব্দ সিন্ধু শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনেকে

অমর। মহাশয়! এদেশে যে সকল জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা কি চিরদিনই এখানে আছে?

শি। না।

অমর। ইহারা কোন্ কোন্ স্থান হইতে আসিয়াছে? এবং কাহারা প্রথমে এ দেশে ছিল?

শি। এদেশে যে সকল ইউরোপীয় জাতি বাস করিতেছে, তাহারা ইউরোপীয়দিগের অধিকারকালে ইউরোপ হইতে এদেশে আসিয়াছে। এ দেশীয় মুসলমানদিগের মধ্যে কতকগুলি পারস্য, আরব, তাতার, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়া মুসলমান রাজত্বকালে এদেশে বাস করিতেছে। আর কতকগুলি এদেশীয় হিন্দু-সন্তানও মুসলমান ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মুসলমান হইয়াছে। হিন্দুরাও এদেশের আদিম অধিবাসী নহেন। ইহাঁরা সিন্ধু নদীর পশ্চিমের কোন দেশ হইতে আসিয়া এদেশে বাস করেন। তোমরা ভূগোলে খশ, ভিল, পুলিন্দ ও সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল জঙ্গলা জাতির বিষয় পড়িয়াছ, তাহারাই এদেশের আদিম আধবাসী।

অমর। মহাশয়! এদেশে কোন্ জাতি কত কাল রাজত্ব করিয়াছে?

বিশ্বাস করেন। কেহ কেহ বলেন, হিমালয় পর্ব্বত ও বিন্দু সরোবরের মধ্যবর্ত্তী স্থানই ভারতবর্ষ, এজন্য ঐ দুই পদের যথাক্রমে আদ্য ও অন্ত্য সংযোগে হিন্দু শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে।

শি। এদেশে প্রথমে হিন্দুরা রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁহারা যে কতকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, ইহাঁরা হাজার হাজার বৎসর এদেশে কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন। হিন্দুদিগের পরে মুসলমান, ইহাঁরা প্রায় সাড়ে পাঁচশত বৎসর এদেশে রাজত্ব করেন। মুসলমানদিগের পরে ইংরেজ এদেশের রাজা হইয়াছেন, ইহাঁরা অদ্যাপি রাজত্ব করিতেছেন, ইহাঁদিগের রাজত্ব প্রায় দেড়শত বৎসর হইয়াছে।

অঘোর। মহাশয়! হিন্দু রাজত্বের কি বিবরণ পাওয়া যায় না?

শি। রীতিমত বিবরণ পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত ও রাজতরঙ্গিণী এই চারিখানি পুস্তকে অনেক বিবরণ জানা যায়। আর পূর্ব্বকাল অবধি যে সকল প্রবাদ প্রচলিত আছে এবং এখন ভূমির মধ্যে যে সকল রাজ-দত্ত তাম্র ফলক পাওয়া যায়, তৎসমুদায় হইতেও অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়।

অমর। মহাশয়! এই চারিখানি পুস্তকে কি লেখা আছে?

শি। মনুসংহিতায় পূর্ব্বকালের আচার ব্যবহার, রাজগণের রাজ্যশাসন-প্রণালী, বিচার প্রণালী, যুদ্ধ ও সন্ধির নিয়ম এই সকল ও এইরূপ অন্য অন্য বিবরণ লিখিত আছে। রামায়ণ রামচন্দ্রের এবং মহাভারত পাণ্ডবদিগের জীবন-

চরিত। এই দুই গ্রন্থ পাঠেও হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহার ও বহু রাজ্যের বিবরণ জানা যায়। রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীরের ইতিহাস, উহাতে কাশ্মীরের রাজাদিগের বিবরণ লিখিত আছে।

অঘোর। রামচন্দ্র কে?

শি। পূর্ব্বে এদেশে সূর্য্য ও চন্দ্র নামে দুই প্রসিদ্ধ রাজবংশ ছিল। সূর্য্যবংশের আদি পুরুষ সূর্য্য এবং চন্দ্র-বংশের আদি পুরুষ চন্দ্র-তনয় বুধ। সূর্য্যের পুত্র মনু, মনুর ইক্ষ্বাকু নামে এক পুত্র ও ইলা নামে এক কন্যা জন্মে। এই ইলার সহিত বুধের বিবাহ হয়। ইক্ষ্বাকুর রাজত্বের পরে ঐ বংশীয় ৫৪ জন রাজা রাজত্ব করিলে রামচন্দ্র রাজা হন। রামের পিতার নাম দশরথ। রামচন্দ্র পিতৃসত্য-পালনার্থ ভ্রাতা লক্ষ্মণ ও পত্নী সীতার সহিত ১৪ বৎসর বনে বাস করেন। ঐ সময়ে লঙ্কার রাজা রাবণ কোনও কারণে কুপিত হইয়া সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। তাহাতে রাম রাবণে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে রাবণ সবংশে নিহত হইলে, রাম সীতাকে উদ্ধার করিয়া অযোধ্যায় আগমন ও রাজ্য শাসন করেন। ইনি প্রজা-রঞ্জনের অনুরোধে গর্ব্ভবতী প্রিয়তমা পত্নীকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

অমর। মহাভারতে পাণ্ডবদিগের বিষয় কি লিখিত আছে?

শি। চন্দ্র তনয় বুধের বংশে শান্তনু নামে এক রাজা

জন্ম গ্রহণ করেন। ভীষ্ম, বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে তাঁহার তিন পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ভীষ্ম বিবাহ বা রাজ্য-গ্রহণ করেন নাই। চিত্রাঙ্গদ অল্প বয়সে মরিয়া যান সুতরাং বিচিত্রবীর্য্য রাজা হন। বিচিত্রবীর্য্যের ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র জন্মে। ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ হইলেও অন্ধ ছিলেন বলিয়া রাজা হইতে পারেন নাই। সুতরাং কনিষ্ঠ পাণ্ডু রাজ্যলাভ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি শত পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। পাণ্ডুর প্রথম স্ত্রী কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এবং অন্য স্ত্রী মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁরা সকলেই যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন। পরন্তু অর্জ্জুন অস্ত্র চালনায় এবং ভীম শারীরিক বলে সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে রাজ্য লইয়া, পাণ্ডব অর্থাৎ পাণ্ডু পুত্রদিগের সহিত দুর্য্যোধনের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধ কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে ক্রমাগত ১৮ দিন হইয়াছিল। তাহাতে অসংখ্য ভারতবাসী রাজা ও প্রজার এবং দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতার মৃত্যু হইলে পাণ্ডবেরা রাজ্য প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহারা জ্ঞাতি নাশ শোকে অস্থির ও গ্লানি যুক্ত হইয়া, অর্জ্জুনের পৌত্র পরীক্ষিতকে রাজ্য প্রদান করিয়া তপস্যা করিবার জন্য হিমালয় পর্ব্বতে গমন করেন।

অমর। পাণ্ডবদিগের সমকালে আর কোন্ কোন্ রাজ্য প্রবল ছিল?

শি। পাণ্ডবদিগের সম কালে মগধ রাজ্য, প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্য (আসাম), দ্বারকা, সিন্ধু প্রভৃতি রাজ্য প্রধান ছিল।

অমর। মগধ রাজ্যে কোন্ কোন্ রাজা রাজত্ব করেন এবং তাঁহাদিগের সময়ে কি কি ঘটনা সংঘটিত হয়?

শি। মগধে অনেক রাজা রাজত্ব করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান রাজার বিষয় বলিতেছি।

প্রথম জরাসন্ধ—ইনি তৎকালীন সমস্ত রাজাকে পরাস্ত করেন কিন্তু পরিশেষে ভীমের হস্তে নিহত হন। ইহার বহুকাল পরে অজাতশক্রু রাজা হন। তাঁহার রাজত্ব কালে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারক সুপ্রসিদ্ধ বুদ্ধদেব জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধের অপর দুইটী নাম শাক্যসিংহ ও গৌতম। বুদ্ধ বেদাদি শাস্ত্র মানিতেন না। তিনি অহিংসাকেই পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিতেন। অজাতশক্রুর রাজত্বের বহুকাল পরে নন্দ-বংশীয় মহানন্দ মগধের রাজা হন। ইহাঁর সময়ে আলেক জাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করেন এবং ইহাঁর যুদ্ধে যাইবার পুর্ব্বেই স্বদেশে ফিরিয়া যান। মহানন্দের পরে চন্দ্রগুপ্ত, ইনি মুরানামে এক দাসীর গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করেন; এজন্য ইহাঁর বংশ মৌর্য্য বংশ বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁর সময়ে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সিলিউকসের আক্রমণ সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। চন্দ্র-গুপ্ত স্বীয় মন্ত্রী চাণক্যের বুদ্ধি কৌশলে আপনার ভ্রাতা-দিগকে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং রাজা হন। তোমরা শিশুবোধে যে সকল শ্লোক, চাণক্য শ্লোক বলিয়া পাঠ করিয়াছ, সেই সকল এই চাণক্যের রচিত বা সংগৃহীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। চাণক্য রাজনীতি বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত অতি প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের অনেক স্থান মগধের অধীন হয়। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার ও পৌত্র অশোক। অশোক অতি প্রসিদ্ধ রাজা। ইনি প্রথমে অত্যন্ত উগ্রস্বভাব ছিলেন, কিন্তু পরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া শান্ত প্রকৃতি হন। ইহাঁর সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অতিশয় উন্নতি হইয়াছিল। এই কালে উক্ত ধর্ম্মের প্রচারকেরা তিব্বত, তাতার, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেন।

অমর। আলেকজাণ্ডার ও সিলিউকস কে?

শি। তোমরা ভূগোলে যে গ্রীসদেশ পড়িয়াছ, উহার উত্তর ভাগে মাসিডোনিয়া নামে একটী রাজ্য ছিল। তথায় ফিলিপ নামে জনৈক রাজা রাজত্ব করিতেন। আলেকজাণ্ডার ঐ ফিলিপের পুত্র। ইনি পিতার মৃত্যুর পর মাসিডোনিয়ার রাজা হইয়া নানাদেশ অধিকার করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে খৃঃ পূঃ ৩৩০ অব্দে (অর্থাৎ খৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করিবার ৩৩০ বৎসর পূর্ব্বে) পারস্য সাম্রাজ্য অধিকার করিয়া পঞ্জাব প্রদেশ আক্রমণ করেন। তখন পঞ্জাবে পোরস বা পুরুনামে একজন রাজা ছিলেন। আলেক জাণ্ডার কৌশলে পুরুকে পরাস্ত করেন বটে কিন্তু তদীয় বীরত্বে সন্তুষ্ট হইয়া পঞ্জাব পুনরায় তাঁহাকেই দান করেন। স্বদেশে যাইবার সময়ে পথিমধ্যে ব্যাবিলন নগরে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

আলেক জাণ্ডারের মৃত্যুর পরে সিলিউকস নামে তাঁহার

একজন সেনানী তদীয় রাজ্যের পূর্ব্বভাগে স্বাধীন হইয়া রাজত্ব করেন। ইনিও ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু পরাজিত হইয়া মগধের রাজা চন্দ্রগুপ্তের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া সন্ধি করেন।

অঘোর। মহাশয়! এখনত বৌদ্ধ দেখিতে পাই না, তবে কি ঐ ধর্ম্ম লোপ হইয়াছে?

শি। শঙ্করাচার্য্য নামক একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিচারে বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করেন। আর প্রমার প্রভৃতি নামে খ্যাত কতিপয় ক্ষত্রিয়, যুদ্ধে বৌদ্ধদিগকে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া দেন। তাহাতে ভারতবর্ষে ঐ ধর্ম্মের প্রায় লোপ হইয়াছে। কিন্তু তিব্বত, তাতার, চীন প্রভৃতি দেশে অদ্যাপি বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত আছে।

অমর। প্রমারের বংশে কোন্ কোন্ প্রসিদ্ধ রাজা জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহারাই বা কি কি কার্য্য করেন?

শি। বিক্রমাদিত্য প্রমারের বংশে খৃঃ পূঃ ৫৬ অব্দে উজ্জয়িনী নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর জন্ম দিবস হইতে সংবৎ নামে এক শাকের গণনা হইয়া থাকে। বিক্রমাদিত্য বিদ্যোৎসাহী ও বীর ছিলেন। ইহাঁর সভায় কালিদাস, বররুচি, ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতাল ভট্ট, ঘটকর্পর ও বরাহমিহির এই ৯ জন পণ্ডিত নবরত্ন নামে বিখ্যাত হইয়া অবস্থিতি করিতেন। উজ্জয়িনী ইহাঁর রাজধানী ছিল।

বিক্রমাদিত্যের ন্যায় শালিবাহন রাজার জন্মদিন হইতেও এক শাকের গণনা হয়। উহার নাম শকাব্দ। শালিবাহন ৭৭খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর রাজধানী পটন।

অঘোর। মহাশয়! খৃষ্ট কে?

শি। খৃষ্ট একজন ধর্ম্ম প্রচারক। ইনি যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, এখন তাহা খৃষ্টান ধর্ম্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি আসিয়িক তুরস্কের অন্তর্গত সিরিয়া প্রদেশে বেথলহেম নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। খৃষ্টানেরা বলেন, খৃষ্ট অনেক অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর পাপীদিগকে মুক্ত করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন। একারণ যিশুখৃষ্ট অর্থাৎ অভিষিক্ত মুক্তি দাতা বলিয়া খ্যাত হন। খৃষ্ট যে দিবস জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার শিষ্যেরা ঐদিবস হইতে এক শাক গণনা করিয়া থাকেন, উহাকে খৃষ্টীয় শাক কহে।

অমর। মহাশয়! আলেকজাণ্ডারের পূর্ব্বে আর কোনও ব্যক্তি কি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন?

শি। হাঁ, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের প্রায় ২০০বৎসর পূর্ব্বে পারস্যের রাজা দেরায়স ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি যে কতদূর পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ছিলেন, তাহার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

অমর। প্রাগ্‌জ্যোতিষ, সিন্ধু ও দ্বারকার বিবরণ কি?

শি। পাণ্ডবদিগের সমকালে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যে ভগদত্ত নামে এক মহাবীর, সিন্ধুদেশে জয়দ্রথ এবং দ্বারকায়

কৃষ্ণ প্রভৃতি রাজত্ব করিতেন। দুর্য্যোধন ভগদত্তের জামাতা। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দুর্য্যোধনের এক ভগিনী ছিল, উহার নাম দুঃশলা। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ এই দুঃশলাকে বিবাহ করেন। ইনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অর্জ্জুনের পুত্র বিনাশে সাহায্য করিয়া অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হন। কৃষ্ণ কুন্তীর ভ্রাতা বসুদেবের পুত্র। ইনি মহাবীর, মহাজ্ঞানী ও মহাযোগী বলিয়া ভারতে প্রসিদ্ধ। ইহাঁরই বুদ্ধি বলে পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

অঘোর। মহাশয়! ডেরায়স হইতে যে যে বৈদেশিক রাজা বা বীর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম কি?

শি। দেরায়স, আলেকজাণ্ডার, সিলিউকস, কাশিম, সবক্তগীন, মামুদ, মহম্মদঘোরী, তৈমুর লঙ্গ, বাবর, নাদির সাহা ও আমেদ খাঁ দুরাণী বা আমেদ আবদালী।

অঘোর। উক্ত আক্রমণকারীদিগের আক্রমণের বিবরণ কি?

শি। উক্ত ১১ জন আক্রমণকারীর মধ্যে প্রথম ৩ জনের বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং শেষ ৪ জনের বিষয় পরে বলিব, এক্ষণে অবশিষ্ট ৪ জনের বিষয় বলিতেছি।

খলিফা ওয়ালিদের নিমিত্ত উপঢৌকন লইয়া আট খানি জাহাজ লঙ্কাদ্বীপ হইতে ডামস্কস অভিমুখে যাইতেছিল। পথিমধ্যে সিন্ধু দেশের অর্ন্তগত দেওয়াল নামক স্থানে দস্যুরা উহা লুট করে। সিন্ধু দেশের রাজা দাহির

ঐ দস্যুদিগের অনুসন্ধান করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, মুসলমান সেনাপতি কাশীম সিন্ধু আক্রমণ করিয়া দাহিরকে পরাজিত ও বিনষ্ট করেন। এইরূপে অধিকৃত হইয়া সিন্ধু রাজ্য মুসলমানদিগের অধীনে প্রায় ২০ বৎসর ছিল। পরিশেষে রাজপুত রাজা বাপ্পারাও মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া পুনর্ব্বার সিন্ধু রাজ্য অধিকার করেন।

অমর। মহাশয়! খলিফা কাহাদিগকে কহে?

শি। মহম্মদের উত্তরাধিকারীদিগকে খলিফা কহে?

অঘোর। মহম্মদ কে?

শি। মহম্মদ মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারক। ইনি ৫৭০ খৃঃ অব্দে মক্কা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৪০ বৎসর বয়সের সময় মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহাঁর মতে একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করা উচিত, দেব দবীর পূজা করা কর্ত্তব্য নহে। ৬৩২ খৃঃ অব্দে মহম্মদের মৃত্যু হয়।

অমর। সবক্তগীন কে? ও তাঁহার আক্রমণের বিবরণ কি?

শি। গজনি রাজ্যের স্থাপন কর্ত্তা আলপ্তগিনের সবক্তগীন নামে একজন দাস ছিল। সে ক্রমশঃ উচ্চপদস্থ ও দাসত্ব মুক্ত হইয়া প্রভু কন্যাকে বিবাহ করে এবং আলপ্তগীনের মৃত্যুর পর গজনির রাজা হইয়া পঞ্জাবরাজ্য আক্রমণ ও তথাকার রাজা জয়পালকে পরাস্ত করিয়া বহু অর্থলাভ করে।

অঘোর। মামুদ কে? এবং তাঁহার আক্রমণের বিবরণ কি?

শিক্ষক। সবক্তগীনের ২য় পুত্র মামুদ পিতার মৃত্যুর পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মসায়ুদের চক্ষু নষ্ট করিয়া স্বয়ং রাজা হন। মামুদের সময়ে গজনি রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হয়। মামুদ সোমনাথ প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি চূর্ণ ও বহু ধন লুণ্ঠন করিয়া অবশেষে লাহোর রাজ্য গজনির অন্তর্গত করেন। হিন্দু রাজগণ একত্রিত হইয়া মামুদের সহিত দুইবার যুদ্ধ করিয়া ছিলেন, কিন্তু দুই বারই পরাস্ত হন। ইনি ১৭ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (১০০১—১০২৪)। ১০৩০ খৃঃ অব্দে মামুদের মৃত্যু হয়।

অঘোর। মহম্মদ ঘোরী কে ? এবং তাঁহার আক্রমণের বিবরণ কি ?

শিক্ষক। হিন্দুকুশ পর্ব্বতের নিকটে ঘোর নামে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। তথাকার রাজারা (১১৫২ খৃঃ অঃ) গজনি রাজ্যের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন হন। কালক্রমে গায়েস-উদ্দীন তথায় রাজা হইয়া স্বীয় সহোদর সবাবুদ্দীনকে সহ-কারী নিযুক্ত করেন। এই সবাবুদ্দীনই মহম্মদ ঘোরী বলিয়া বিখ্যাত।

গজনি রাজ্যের শেষ রাজা খস্রু মালিক পঞ্জাবে রাজত্ব করিতেন। মহম্মদ ঘোরী তাঁহাকে পরাস্ত ও বিনষ্ট করিয়া পঞ্জাব অধিকার করেন। ইনি ১১৯১ খৃঃ অব্দে দিল্লী ও আজমীরের রাজা পৃথ্বীর নিকটে পরাস্ত হন কিন্তু ১১৯৩ খৃঃ অব্দে বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে পৃথ্বীকে পরাস্ত ও বিনষ্ট করিয়া দিল্লী ও আজমীর অধিকার করেন। এই

অবধি হিন্দু স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। মহম্মদ ঘোরী ১১৯৪ খৃঃ অব্দে রাজা জয়চন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া কনোজ রাজ্য স্ববশে আনয়ন করেন। এইরূপে ইনি ১১ বার আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষ ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিলেন। ইহাঁর নিযুক্ত কুতুবুদ্দীন ভারতবর্ষ শাসন করিতেন। ১২০৬ খৃঃ অব্দে গোক্কুরদিগের হস্তে মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মুসলমান রাজত্ব।

প্রশ্ন। মুসলমানদিগের সময়ে কোন্ কোন্ বংশের কোন্ কোন্ সম্রাট কতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন?

উত্তর। মুসলমান সম্রাটেরা পাঠান ও মোগল নামে দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। পাঠানদিগের মধ্যে—

দাস বংশে (১২০৭—১২৮৮)

১। কুতুবউদ্দীন (১২০৬—১২১০) ... ... ৪ বৎসর

২। আরাম (কুতুবের পুত্র) ১২১০—১২১১, ১ "

৩। আলতমাস (কুতুবের জামাতা) ১২১১--১২৩৬, ২৫ বৎসর
৪। রকনুদ্দীন (আলতমাসের পুত্র) ১২৩৬–১২৩৬, ৭ মাস
৫। রেজিয়া বেগম (ঐ কন্যা) ১২৩৬-৩৯, ৩$\frac{১}{২}$ বৎসর
৬। বেরাম (ঐ পুত্র) ১২৩৯-১২৪১, ২ বৎসর
৭। মসায়ুদ (রকনুদ্দীনের পুত্র) ১২৪১–১২৪৬, ৫ বৎসর
৮। নাজির বা নাসিরুদ্দীন (বেরামের পুত্র) ১২৪৬–৬৬,২০ „
৯। বুলবন (নাসিরুদ্দীনের মন্ত্রী) ১২৬৬--১২৮৬, ২০ বৎসর
১০। কেকোবাদ (বুলবনের পৌত্র) ১২৮৬--১২৮৮, ২ বৎসর

থিলিজিবংশে (১২৮৮—১৩২১)

১। জেলালুদ্দীন (কেকোবাদের মন্ত্রী) ১২৮৮—১২৯৫, ৭ „
২। আলাউদ্দীন (জেলালের ভ্রাতুষ্পুত্র) ১২৯৫--১৩১৬, ২১ „
৩। মোবারিক (আলার পুত্র) ১৩১৬–১৩২১, ৫ বৎসর

তোগলক বংশে।

১। গিয়াসুদ্দীন (ভূতপূর্ব্ব পঞ্জাবের শাসন কর্ত্তা)১৩২১-২৫,৪„
২। মহম্মদ (গিয়াসের পুত্র) ১৩২৫—৫১, ২৬ বৎসর
৩। ফেরোজ (মহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র) ১৩৫১--৮৮, ৩৭ „
৪। দ্বিতীয় গিয়াস (ফেরোজের পুত্র) ১৩৮৮--৮৯, প্রায় ১ „
৫। আবুবেকর (ফেরোজের পুত্র) ১৩৮৯---৯০, ১ বৎসর
৬। নাসিরুদ্দীন (ফেরোজের পুত্র) ১৩৯০—৯৪, ৪ বৎসর
৭। হুমায়ুন (নাসিরের পুত্র) ১৩৯৪—৯৪, ৪৫ দিন
৮। মামুদ (নাসিরের পুত্র) ১৩৯৪—১৪১২, ১৮ বৎসর
দৌলত খাঁ লোদি (অন্যবংশীয়) ১৪১২–১৪১৪, ১৫ মাস

সৈয়দ বংশে (১৪১৪—১৪৫০)

১। খিজির খাঁ (মুলতানের অধিপতি) ১৪১৪--২১, ৭ বৎসর

২। মোবারিক (খিজির খাঁর পুত্র) ১৪২১--৩৫, ১৪ বৎসর

৩। মহম্মদ (খিজিরের পৌত্র) ১৪৩৫--৪৪, ৯ বৎসর

৪। আলাউদ্দীন (খিজিরের প্রপৌত্র) ১৪৪৪--৫০, ৬ বৎসর

লোদি বংশে (১৪৫০ — ১৫২৬)

১। বিলোল লোদি (পঞ্জাবের শাসন কর্ত্তা) ১৪৫০-৮৮, ৩৮ „

২। সেকেন্দর লোদি (বিলোলের পুত্র) ১৪৮৮-১৫১৬, ২৮ বৎসর।

৩। ইব্রাহিম (সেকেন্দরের পুত্র,) ১৫১৬-২৬, ১০ বৎসর।

মোগল বংশীয়দিগের মধ্যে।

১। বাবর (তৈমুরের বৃদ্ধ প্রপৌত্র) ১৫২৬-৩০, ৪ বৎসর।

২। হুমায়ুন (বাবরের পুত্র) ১৫৩০-৪০, ১০ বৎসর।

পুনরায় পাঠানদিগের

শূর বংশে (১৫৪০-১৫৫৫)

১। সেরসাহা (সাসিরামের শাসন কর্ত্তা) ১৫৪০-৪৫, ৫ বৎসর।

২। সেলিম সাহ (সেরের পুত্র) ১৫৪৫-৫৩, ৮ বৎসর।

৩। আদিল সাহ (সেরের ভ্রাতুষ্পুত্র) ১৫৫৩-৫৫, ২ বৎসর।

পুনরায় মোগল বংশে।

হুমায়ুন (বাবরের পুত্র)	১৫৫৫—৫৬,	৬ মাস
আকবর (হুমায়ুনের পুত্র)	১৫৫৬—১৬০৫,	৪৯ বৎসর
জাহাঙ্গীর (আকবরের পুত্র)	১৬০৫—২৭,	২২ ”
সাজাহান (জাহাঙ্গীরের পুত্র)	১৬২৭—৫৮,	৩১ ”
আরাঙ্গীব (সাজাহানের পুত্র)	১৬৫৮—১৭০৭,	৪৯ ”
বাহাদুর সাহ (আরাঙ্গীবের পুত্র)	১৭০৭—১২,	৫ ”
জাহান্দার সাহ (বাহাদুরের পুত্র)	১৭১২-১৩,	১ ”
ফেরোক সের (বাহাদুরের পৌত্র)	১৭১৩—১৯,	৬ বৎসর
রফি উদ্দৌলা ও রফি উদ্দারজাত } জাহান্দারের ভ্রাতুষ্পুত্র,		৮ মাস।
মহম্মদ সাহ (বাহাদুরের পৌত্র)	১৭১৯—৪৮,	২৯ বৎসর
আমেদ সাহ (মহম্মদের পুত্র)	১৭৪৮—৫৪,	৬ ”
আলমগির (জাহান্দারের পুত্র)	১৭৫৪—৫৯,	৫ ”

২ য় সাহ আলম (আলমগিরের পুত্র) নাম মাত্র সম্রাট।

প্রশ্ন। মুসলমানদিগের প্রথম রাজবংশকে দাসবংশ বলে কেন এবং ঐ বংশীয় প্রধান প্রধান সম্রাটেরা কি কি কার্য্য করিয়া ছিলেন ?

উত্তর। কুতুবউদ্দিন মহম্মদ ঘোরীর, আলতমাস কুতুবের ও বুলবন নাজিরের দাস ছিলেন এবং এই তিন জনই এই বংশের সংস্থাপক, এজন্য এ বংশকে দাস বংশ কহে।

দাসবংশীয়দিগের মধ্যে কুতুব, আলতমাস ও বুলবন প্রধান। কুতুবের রাজত্বকালে আজমীর, গোয়ালিয়র, থানেশ্বর ও কালিঞ্জর দিল্লীর অধীন হয়। কুতুবের সেনাপতি বক্‌তিয়ার খিলিজি, লাক্ষ্মণেয় সেনের অধিকৃত বাঙ্গালা দেশ অধিকার করেন। (১২০৩)

আলতমাস ২ বার বাঙ্গালার বিদ্রোহ নিবারণ এবং সিন্ধু, কচ্ছ ও মালব দেশ অধিকার করেন। ইহাঁর রাজত্ব কালে সুপ্রসিদ্ধ জঙ্গিস খাঁ ভারতবর্ষ ব্যতীত আসিয়ার অধিকাংশ দেশে ঘোরতর উপদ্রব করিয়াছিলেন।

রিজিয়া ব্যতীত কোন মুসলমান রমণী, ইহার পূর্ব্বে বা পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। ইনি দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ছিলেন।

বাঙ্গালার নবাব বিদ্রোহী হইলে, বুলবন তাঁহাকে পরাস্ত করেন এবং মোগলেরা বারংবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেও প্রতিবারেই তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দূর করিয়া দেন। ইহাঁরই রাজত্বকালে মোগলেরা প্রথমে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। কুতুব, আলতমাস ও বুলবন অত্যন্ত প্রবল প্রতাপ নরপতি ছিলেন।

প্রশ্ন। খিলিজি বংশীয় সম্রাট্‌দিগের রাজত্ব কালে কি কি প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়?

উত্তর। জেলালুদ্দিনের সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের অনেক স্থান দিল্লীর অধীন হয়। এবং ইহাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন দক্ষিণা পথে সসৈন্যে প্রবেশ করিয়া মহারাষ্ট্রের রাজধানী

দেবগিরি আক্রমণ করেন। দক্ষিণাপথে ইহাই প্রথম মুসলমান আক্রমণ।

আলাউদ্দিন গুজরাট, কাম্বে প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া স্বীয় সেনাপতি কাফুরের যুদ্ধ-কৌশলে দেবগিরি, ত্রৈলিঙ্গ প্রভৃতি দক্ষিণা-পথের অনেক স্থান জয় করেন। ইনি প্রবল প্রতাপ সম্রাট ছিলেন। মোগলদিগকেও বারং বার পরাস্ত করেন। অনেকে মনে করেন, কাফুরের প্রদত্ত বিষেই ইহাঁর মৃত্যু হয়। আলার মৃত্যুর পরে কাফুর বাদশাহ হইবার চেষ্টা করিয়া ছিলেন, কিন্তু তিনিও অবিলম্বে অপঘাতে প্রাণত্যাগ করেন।

প্রশ্ন। তোগলক বংশীয় সম্রাটদিগের রাজত্ব কালে কি কি প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়?

উত্তর। তোগলক বংশের দ্বিতীয় সম্রাট জুনা খাঁ কৌশলে পিতাকে বধ করিয়া স্বয়ং সম্রাট হন এবং মহম্মদসা উপাধি ধারণ করেন। ইনি বিবিধ ভাষা ও নানাশাস্ত্র জানিতেন এবং বক্তৃতা ও যুদ্ধ করিতেও উত্তমরূপে পারিতেন, কিন্তু ইহাঁর বুদ্ধি চাঞ্চল্য এরূপ ছিল যে, তজ্জন্য ইহাঁকে পাগল ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। ইহাঁর সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণা-পথের অধিকাংশ দিল্লী সাম্রাজ্যের অধীন হয়। সুতরাং পাঠান রাজত্বের উন্নতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। কিন্তু ইহাঁর সময়েই আবার ঐ রাজ্য বিনাশের সূত্রপাত হয়। ইনি পারস্য রাজ্য জয় করিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজকোষ নিঃশেষ

করেন, চীনদেশ লুণ্ঠন করিবার জন্য ঐ সৈন্যদিগকে প্রেরণ করিয়া রাশীকৃত অর্থ ও সৈন্যগণের জীবন নষ্ট করেন এবং তাম্র খণ্ডের নোট প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিয়া অকৃত-কার্য্য হন। ইহাঁর অত্যাচারে কৃষকেরা কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বনে আশ্রয় লয়, কিন্তু ইনি বন্য পশুর ন্যায় তাহাদিগকে বধ করেন। ইহাতে দেশে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ১৩৪০ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা এবং ১৩৪৪খৃঃ অব্দে ত্রৈলিঙ্গ ও বিজয়নগর স্বাধীন হয়। শেষোক্ত রাজ্য প্রায় ২০০বৎসর স্বাধীন ছিল। ১৩৪৭ খৃঃ অব্দে হাসন গঙ্গু বামনি দক্ষিণাপথে বামনি রাজ্য স্থাপন করেন।

ফেরোজ চিকিৎসালয় স্থাপন এবং পান্থ নিবাস, সেতু প্রভৃতি নির্ম্মাণ করান। ইনি যমুনা হইতে ঘর্ঘরা নদী পর্য্যন্ত একটী খাল কাটাইয়া দেন।

মামুদের সময়ে গুজরাট, মালব, জৌনপুর ও খান্দেশ স্বাধীন হয় এবং তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ঘোরতর অত্যাচার করেন।

প্রশ্ন। জঙ্গিস ও তৈমুর কে? ইহারা কিরূপ লোকছিল?

উত্তর। জঙ্গিস তাতার দেশে মোগল বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি তাতারের অধিপতি হইয়া ১৩১৭ খৃঃ অব্দে আসিয়ার অধিকাংশ দেশে ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিলেন। কিন্তু আলতমাসের বুদ্ধি চাতুর্য্যে ভারতবর্ষে ঐ উৎপাত ঘটে নাই। তৈমুর তাতার দেশে তুরস্কবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি খোঁড়া ছিলেন বলিয়া ইহাঁকে লোকে লঙ্গ

বলিত। ইনি আসিয়ার নানা দেশে ঘোরতর উপদ্রব করিয়া অবশেষে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইহাঁর অত্যাচারে ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক নগরবাসীর প্রাণ বিনষ্ট ও ধন লুণ্ঠিত হইয়াছিল। জঙ্গিস ও তৈমুর উভয়েই জগতের পরম শত্রু; তন্মধ্যে জঙ্গিস স্বেচ্ছানুসারে অত্যাচারী এবং তৈমুরলঙ্গ কপট ও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন।

প্রশ্ন। সৈয়দ বংশীয়দিগের রাজত্ব কালে কিকি ঘটনা ঘটে?

উত্তর। ধর্ম্ম প্রচারক মহম্মদের বংশীয় দিগকে সৈয়দ কহে। সৈয়দদিগের মধ্যে খিজির খাঁ প্রতাপান্বিত সম্রাট ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারীরা নিতান্ত হীন প্রতাপ ছিল বলিয়া দিল্লী সম্রাজ্য অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়।

প্রশ্ন। লোদিবংশীয়দিয়ের রাজত্ব কালে কি কি ঘটনা ঘটে?

উত্তর। বিলোল ২৫। ২৬ বৎসর যুদ্ধ করিয়া জৌনপুর অধিকার করেন, ইহাঁর সময়ে দিল্লী সাম্রাজ্য সিন্ধু হইতে বারাণসী এবং হিমালয় হইতে বুন্দেল খণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। সেকন্দার সাধারণতঃ ন্যায়বান হইলেও হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়া ছিলেন। ইহাঁর সময়েও দিল্লী সাম্রাজ্য কিঞ্চিৎ বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ইব্রাহিম অত্যন্ত দাম্ভিক ও অত্যাচারী ছিলেন। ইহাঁর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া পঞ্জাবের শাসন কর্ত্তা দৌলত খাঁ লোদি কাবুলের অধিপতি বাবরকে ভারতবর্ষ অধিকার

করিবার জন্য উত্তেজিত করেন। তদনুসারে বাবর ১৫২৬ খৃঃ অব্দে পানিপথ ক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধে ইব্রাহিমকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া পাঠান রাজত্ব-উচ্ছেদ ও মোগল রাজত্ব-স্থাপন করেন। পানিপথের যুদ্ধ সময়ে বাঙ্গালায় নাজির খাঁ মালবে মামুদ খাঁ, গুজরাটে মুজঃফর খাঁ, চিতোরে সংগ্রাম সিংহ, কনোজে দরিয়া খাঁ এবং দক্ষিণা-পথে বামনি রাজগণ ও বিজয় নগরের অধিপতি স্বাধীন ভাবে ও অপেক্ষাকৃত অধিক প্রভাবে রাজত্ব করিতেন।

প্রশ্ন। মোগল বংশীয় সম্রাটদিগের রাজত্ব কালে কি কি প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়?

উত্তর। মোগল বংশীয়েরা ক্রমান্বয়ে ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। ঐ বংশীয় দুইজন সম্রাটের পরে শূর-বংশীয়েরা রাজত্ব করেন। সংপ্রতি ঐ দুইজনের বৃত্তান্ত বলিতেছি।

বাবর ১৪৮২ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম অমর সেখ মির্জ্জা। ইনি ১২ বৎসর বয়সের সময়ে পিতৃহীন হইয়া ফর্গনার রাজা হন। পরে পুনঃ পুনঃ ফর্গনা ও সমরকন্দের রাজা ও রাজ্য চ্যুত হইয়া অবশেষে কাবুলের অধিপতি হন। ইহার কিছুকাল পরে ইব্রাহিম লোদিকে বিনষ্ট করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। অতঃপর ফতেপুর শিক্রিতে রাণা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করিয়া (১৫৫৭), চন্দেরীর রাজা মেদিনী রায়কে পরাস্ত করেন (১৫২৮)। ১৫২৯ খৃঃ অব্দে অযোধ্যা ও বিহার বাবরের

অধীন হয়। বাবর যুদ্ধনিপুণ ও সুকবি ছিলেন।

১৫৩০ খৃঃ অব্দে বাবরের মৃত্যু হইলে, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর সম্রাট হন। ইহাঁর সময়ে জৌনপুর, গুজরাট, বিহার, ও বাঙ্গালা দেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। হুমায়ুন প্রথমোক্ত তিন স্থানের বিদ্রোহ দমনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষোক্ত স্থানে প্রসিদ্ধ বীর শের সাহের নিকটে পরাজিত হইয়া এবং তাঁহাকে পরাস্ত করা অসম্ভব ও অসাধ্য মনে করিয়া পারস্য দেশে পলায়ন করেন। পথিমধ্যে অমরকোট নগরে ১৫৪২ খৃঃ অব্দে তদীয় পুত্র সুবিখ্যাত আকবর (হামিদাবানু বেগমের গর্ভজাত) ভূমিষ্ঠ হন।

প্রশ্ন। সের সাহ কে? তিনি হুমায়ুনকে পরাজিত করিয়া কিরূপে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন?

উত্তর। সের সাহ সাসিরাম প্রদেশীয় একজন সামান্য জায়গীরদারের পুত্র। ইহাঁর আদিম নাম ফরিদ। ইনি বাল্যকালে এক সিংহ সদৃশ ব্যাঘ্রকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন বলিয়া, পারস্য ভাষায় সিংহের নামানুসারে ইহাঁর নাম সের হয়। ইনি ক্রমশঃ উন্নতি লাভ পূর্ব্বক অবশেষে হুমায়ুনকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সম্রাট হন। অতঃপর সের সাহ মালব দেশ এবং রাইসীন ও কালিঞ্জরের দুর্গ অধিকার করেন। শেষোক্ত স্থানে শত্রু পক্ষীয় জ্বলন্ত গোলা পড়াতে বারুদ জ্বলিয়া উঠে এবং ঐ জ্বলন্ত বারুদে দগ্ধ হইয়াই তিনি প্রাণত্যাগ করেন। সের সাহ প্রজা-

হিতকর অনেক কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালার স্বর্ণ গ্রাম হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত এক বৃহৎ পথ প্রস্তুত করান এবং ঐ পথে খাদ্য, পানীয়, ছায়া ও বাসস্থান প্রাপ্তিরও বিশেষ সুবিধা করাইয়া দেন। ইহাঁর সময়ে দস্যুভয় যতদূর সম্ভব নিবারিত ও ঘোড়ার ডাকের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন। সের সাহের উত্তরাধিকারীদিগের রাজত্ব কালে কি কি ঘটনা ঘটে ?

উত্তর। আদিল সাহ ব্যসনে রত হইয়া রাজকোষ শূন্য করিয়া অমত্যদিগের ধন সম্পত্তি হরণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহাতে ইব্রাহিম্ সুর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া স্বাধীন হন, কিন্তু সেকন্দার সুর কিছুকালের মধ্যে পঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া ইব্রাহিমকে তাড়াইয়া দেন। অতঃপর হুমায়ুন আসিয়া সেকন্দরকে দূর করিয়া দিয়া পুনরায় দিল্লীর সম্রাট হন। কিন্তু ৬ মাসের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন। হুমায়ুনের মৃত্যু হইলে ১৩ বৎসর বয়স্ক আকবর সম্রাট হন এবং অভিভাবক বেহ্রাম খাঁর সহিত লাহোরে অবস্থিতি করেন। এই সকল সংবাদ শুনিয়া আদিল সাহের মন্ত্রী হিমু সসৈন্যে আগমন পূর্ব্বক মোগলদিগকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। কিন্তু দৈব বিপাকে পানিপথ ক্ষেত্রে ঘোরতরযুদ্ধে বেহ্রাম খাঁর হস্তে বন্দী হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইহার কিছুকাল পরেই বাঙ্গালা দেশে আদিল সাহও বিনষ্ট হন। এইরূপে সুর বংশের রাজত্ব লোপ হয় এবং আকবর দিল্লীর সম্রাট হন।

প্রশ্ন। আকবরের রাজত্ব কালে কি কি প্রধান ঘটনা ঘটে?

উত্তর। আকবর অল্প বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বেহ্রাম খাঁর সাহায্যে সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে বেহ্রাম কতকগুলি অন্যায় কার্য্য করায় আকবর তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া স্বহস্তে সাম্রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন ১৫৬০। অতঃপর বেহ্রাম বিদ্রোহী হইয়াছিলেন কিন্তু পরাজিত হইয়া মক্কা-গমনার্থ গুজরাটের অন্তর্গত নগর নামক স্থানে উপস্থিত হন। তথায় একজন পাঠান তাঁহাকে বধ করে। বেহ্রামের মৃত্যুর পরে যে যে সেনাপতি যে যে প্রদেশ অধিকার করেন, সেই সেই সেনাপতিই প্রায় সেই সেই স্থানে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সুবুদ্ধি ও পরাক্রান্ত আকবর তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া অধীনতা স্বীকার করান। আকবর ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে চিতোর অধিকার করেন। অতঃপর তিনি রিন্তাম্বোর, কালিঞ্জর, গুজরাট (১৫৭২) ও সুরাট অধিকার করিয়া, তোড়ল্মল, আজিম খাঁ ও মানসিংহের সাহায্যে বাঙ্গালা ও বেহার অধিকার করেন। (১৫৯২)

আকবরের ভ্রাতা হাকিম কাবুলের শাসন কর্ত্তা ছিলেন। ১৫৮৫খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে আকবর ঐ প্রদেশ নিজ রাজ্য ভুক্ত করেন, এবং ১৫৮৭ খৃঃ অব্দে কাশ্মীর, ১৫৯২ খৃঃ অব্দে সিন্ধু দেশ ও ১৫৯৪ খৃঃ অব্দে কান্দাহার আকবরের অধীন হয়। আকবর দক্ষিণাপথ জয়েও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

প্রশ্ন। আকবরের রাজত্ব কালে দক্ষিণা-পথের অবস্থা কিরূপ ছিল? এবং আকবর উহার কোন্ কোন্ স্থান অধিকার করেন?

উত্তর। পূর্ব্বে বামনি রাজ্যের কথা যে বলিয়াছি, তাহা কালক্রমে বিশৃঙ্খল হইলে, তাহা হইতে পাঁচটী রাজ্য উৎপন্ন হয়। যথা আদিল সাহ কর্ত্তৃক স্থাপিত বিজয় পুর রাজ্য (১৪৮৯), আমেদ সাহ কর্ত্তৃক স্থাপিত আমেদ নগর রাজ্য (১৪৯০), কুতব সাহ কর্ত্তৃক স্থাপিত গোলকুণ্ডা রাজ্য (১৫১২), ইমাদ সাহ কর্ত্তৃক স্থাপিত বিরার রাজ্য (১৪৮৪) এবং বারিদ সাহকর্ত্তৃক স্থাপিত বিদর রাজ্য (১৪৯৮)। এই পাঁচটী রাজ্যের রাজারা মুসলমান ছিলেন। আর দক্ষিণা পথে বিজয় নগর ও ত্রৈলিঙ্গ নামে দুইটী হিন্দু রাজ্য ও ছিল। পূর্ব্বোক্ত মুসলমান রাজারা একত্রিত হইয়া হিন্দুরাজ্য দ্বয়ের উচ্ছেদের জন্য চেষ্টা করেন। তাহাতে ত্রৈলিঙ্গ শীঘ্রই উচ্ছিন্ন হয়, কিন্তু বিজয় নগর বহুকাল স্বাধীন ছিল। অবশেষে ১৫৬৫ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণা নদীর তীরবর্ত্তী তাল্লিকোট নামক স্থানে যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাম রাজা পরাজিত ও বিজয় নগররাজ্য উচ্ছিন্ন ও দক্ষিণা পথে হিন্দু প্রভুতার লোপ হয়। ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে আমেদ নগর রাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইলে আকবর স্বীয় পুত্র মুরাদকে সৈন্যের সহিত দক্ষিণা-পথে প্রেরণ করেন। কিন্তু চাঁদবিবি-নাম্নী একজন রমণীর বুদ্ধি কৌশলে ও যুদ্ধ নৈপুণ্যে

সম্রাটের সৈন্যেরা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। মুরাদ বিরার প্রদেশ গ্রহণ করিয়া প্রথমে সন্ধি করেন, পরে চাঁদ বিবির মৃত্যু হইলে সন্ধির নিয়ম অতিক্রম করিয়া আমেদ নগর অধিকার করেন। এই সময়ে দৌলতাবাদ ও খান্দেশ সম্রাটের অধীন হয়।

প্রশ্ন। আকবর কি কি দেশ হিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন?

উত্তর। রাজস্ব সংক্রান্ত বন্দোবস্ত, প্রদেশ বিভাগ, সৈন্য দিগের বেতন দান পদ্ধতি ও জজিয়া শুল্ক রহিত করা আকবর কৃত কার্য্য সমূহের মধ্যে প্রধান। এতদ্ভিন্ন তিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত অনেক অযৌক্তিক কার্য্য রহিত করেন—যথা বাল্যবিবাহ, অগ্নিপরীক্ষা-সহমরণ প্রথা, তীর্থ যাত্রীদিগের শুল্কদান, সৌর প্রথার পরিবর্ত্তে চান্দ্র প্রথানুসারে মাস গণনা ইত্যাদি।

প্রশ্ন। আকবরের রাজস্ব সংক্রান্ত বন্দোবস্তের মর্ম্ম কি?

উত্তর। আকবর সমস্ত ভূমি জরিপ করাইয়া, তাহার গড় উৎপন্নের তৃতীয়াংশ রাজ প্রাপ্য বলিয়া স্থির করেন। সের সাহের সময়ে চতুর্থাংশ এবং হিন্দুরাজগণের রাজত্ব কালে ষষ্ঠাংশ রাজ প্রাপ্য ছিল; কিন্তু সের সাহের সময়ে বাজে আদায় অধিক ছিল বলিয়া আকবরের সময়ে তদপেক্ষা অল্প খাজানা দিতে হইত।

প্রশ্ন। আকবর প্রদেশ বিভাগ ও সৈন্যদিগের বেতন দানের কিরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন?

উত্তর। আকবর দিল্লী সাম্রাজ্যকে ১৫ সুবায় বিভক্ত করিয়া এক এক সুবায়, সর্ব্ব বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য এক এক জন সুবাদার নিযুক্ত করেন।

সৈন্যেরা রাজকোষ হইতে বেতন পাইত। পূর্ব্বে যে জায়গির দেওয়া বা বরাত চিঠি দেওয়ার পদ্ধতি ছিল, তাহা উঠাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে রাজা ও প্রজা উভয়েরই উপকার হইয়াছিল।

প্রশ্ন। জজিয়া কাহাকে কহে?

উত্তর। মুসলমান রাজত্বে মুসলমান ভিন্ন সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেই এক প্রকার কর দিতে হইত। ঐ কর মস্তক গণনা করিয়া গৃহীত হইত, ইহাকেই জজিয়া কহে। সর্ব্ব প্রথমে মহান্ আকবর ইহা রহিত করেন।

প্রশ্ন। আকবর কিরূপ সম্রাট ছিলেন?

উত্তর। আকবরের ন্যায় বিবিধ গুণ সম্পন্ন সম্রাট পৃথিবীতে অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি রাজনীতি ও যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ দক্ষ ছিলেন, সর্ব্ব শাস্ত্রের উন্নতি বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন এবং ধর্ম্ম বিষয়ে কোন প্রকার গোঁড়ামীর অধীন ছিলেন না। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগকে একত্রিত করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু রাজগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং গুণ থাকিলে হিন্দু, মুসলমান বলিয়া কোন প্রভেদ করিতেন না।

প্রশ্ন। কোন সময়ে আকবরের মৃত্যু হয়? এবং তখন

তাঁহার কোন্ কোন্ উত্তারাধিকারী জীবিত ছিলেন ?

উত্তর। আকবরের প্রথম পুত্র সেলিম স্বীয় পুত্র খস্রুর প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হওয়াতে খস্রুর মাতা রাজা মানসিংহের ভগিনী বিষ পানে প্রাণত্যাগ করেন। দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ (১৫৯৯) এবং তৃতীয় পুত্র দানিয়াল (১৬০৪) কালগ্রাসে পতিত হন। এই সকল শোকে আকবর ১৬০৫ খৃঃ অব্দে ৬২ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিমই প্রকৃত উত্তরাধিকারী ছিলেন।

প্রশ্ন। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে কি কি ঘটনা সংঘটিত হয় ?

উত্তর। সেলিম সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জাহাঙ্গীর অর্থাৎ ভুবন বিজয়ী উপাধি ধারণ করেন। ইনি নাসা কর্ণ চ্ছেদন দণ্ড, বলপূর্ব্বক রাজ পুরুষদিগের বাসা করা প্রভৃতি কতকগুলি কুনিয়ম রহিত করেন এবং যাহাতে প্রজারা রাজ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে, তাহারও উপায় করিয়া দেন। ইহাঁর রাজত্বকালে খস্রু বিদ্রোহী হইয়া পরাজিত ও বন্দী হন, নুরজাহানের বিবাহ হয়, দক্ষিণা-পথে যুদ্ধ চলিতে থাকে এবং মহাব্বৎ খাঁ নামক পরাক্রান্ত সেনাপতি বিদ্রোহী হইয়া নুরজাহানের বুদ্ধি কৌশলে পরাজিত হন।

প্রশ্ন। নুরজাহান কে ?

উত্তর। নুরজাহান গিয়াস্উদ্দীন নামক জনৈক পারস্ত-

দেশ বাসীর কন্যা। ইহাঁর অসাধারণ রূপ লাবণ্য ছিল। সের আফগানের সহিত ইহাঁর প্রথমে বিবাহ হয়। এই বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই জাহাঙ্গীর নুরজাহানকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু ন্যায়বান্ পিতার শাসনে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পরে স্বয়ং সম্রাট হইয়া সের আফগানকে বিনষ্ট করিয়া নুরজাহানের পাণিগ্রহণ করেন। নুরজাহান রাজমহিষী হইয়া অনেক উৎকৃষ্ট কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর ন্যায় প্রভাবশালিনী মহিষী প্রায় দৃষ্ট হয় না। মুদ্রার উপরি ইহাঁর নাম ও মূর্ত্তিও খোদিত হইত। ইহাঁর যত্নে আতর ও গোলাপ জলের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন। সাজাহানের রাজত্ব কালে কি কি ঘটনা ঘটে?

উত্তর। ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হইলে খরম (সাজাহান) সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহাঁর রাজত্ব সময়ে, স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করায় খাঁজাহান লোদি পরাস্ত ও নিহত হন। আমেদ নগর রাজ্য নির্ম্মূল এবং গোলকুণ্ডা ও বিজয় পুর রাজ্য বশীভূত হয়। কান্দাহার ও বাহ্লিকে অনেক বার যুদ্ধ হয়। অসময়ে সাহায্য না করায় পর্ত্তুগীজেরা হুগলি হইতে তাড়িত হন। (১৬৫৭) খৃঃ অব্দে সাজাহান পীড়িত হইয়া দীর্ঘকালের পরে আরোগ্য লাভ করেন। কিন্তু রাজকুমার সুজা ও আরাঞ্জিব পিতার মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া দিল্লী অভিমুখে আগমন করেন। তন্মধ্যে সুজা, দারার নিকট পরাস্ত হইয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া যান আরাঞ্জিব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাকে পরাস্ত করিয়া পিতাকে

কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন।)সাজাহানের সময়ে প্রজাবর্গের ও রাজ কোষের অতি উৎকৃষ্ট অবস্থা ছিল।

প্রশ্ন। আরাঙ্গিবের রাজত্ব কালে কি কি প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়?

উত্তর। আরাঙ্গিব ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে একে একে বিনষ্ট করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করেন। ইহাঁর সময়ে আসাম দেশ, বিজয় পুর (১৬৮৬) ও গোলকুণ্ডা ১৬৮৭) দিল্লীর অধীন হয়। সুতরাং ভারতবর্ষীয় মোগল রাজ্যের যতদূর উন্নতি হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহা ইহাঁর সময়েই হইয়াছিল। পরন্তু ঐ রাজ্য বিনাশের কারণ গুলিও ইহাঁরই রাজত্বকালে সূচিত হয়।

সত্নরামীদিগের ও যশোবন্তের পরিবারের প্রতি অত্যাচার, জজিয়ার পুনঃ স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা আরাঙ্গিব হিন্দুদিগের অত্যন্ত অপ্রিয় হইয়া ছিলেন। এজন্য রাজপুত দিগের সহিত সর্ব্বদাই তাঁহার যুদ্ধ হইত। মহারাষ্ট্রীয়েরাও এই সময়ে প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং তাহাদিগের সহিত ক্রমাগত ২০ বৎসর যুদ্ধে পূর্ণ রাজকোষ শূন্য হয়। এই নিদারুণ সময়ে সম্রাট ৮৯ বয়সে ১৭০৭ খৃঃ অব্দে আমেদ নগরে প্রাণত্যাগ করেন।

প্রশ্ন। মহারাষ্ট্রীয় জাতি যে যে ব্যক্তির প্রভাবে উন্নতি লাভ করে, তাঁহাদিগের বিশেষ বিবরণ বলুন?

উত্তর। মালিক আম্বরের সময় হইতেই মহারাষ্ট্রীয়-

জাতির উন্নতির সূচনা হয়। মালিক আম্বরের কর্ম্মচারী সাহজির দুই পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ২য় পুত্র শিবজী ১৬২৭ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ১৬৬২ খৃঃ অব্দে বিজয় পুর পতির গিরিদুর্গ ও কঙ্কন দেশের উত্তর খণ্ড অধিকার এবং ১৬৫৫ খৃঃ অব্দে সাজাহানের অধিকৃত দক্ষিণা পথের কিয়দংশ লুণ্ঠন করেন। পরে বিজয় পুর-পতির নিকট হইতে কঙ্কন দেশে এক বিস্তীর্ণ ভূভাগ লাভ করিয়া স্বাধীন রাজা হন (১৬৬৪)। এই সময়ে তাঁহার ৭০০০ অশ্বারোহী ও ৫০,০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল। অতঃপর শিবজী সায়েস্তা খাঁকে কৌশলে পরাস্ত ও সুরাট লুঠ করেন। সাহজির মৃত্যুর পরে তিনি রাজোপাধি গ্রহণ ও নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করেন। তাঁহার প্রভাব দর্শন করিয়া সম্রাট তাঁহাকে এক নূতন জায়গীর প্রদান করিয়া রাজোপাধি দৃঢ় করিয়া দেন। ইহার পরে সম্রাটের সহিত পুনরায় তাঁহার বিবাদ হয়। তাহাতে তিনি ১৬৭০ খৃঃ অব্দে খান্দেশ হইতে চৌথ অর্থাৎ রাজস্বের চতুর্থাংশ আদায় করেন। ১৬৭২ খৃঃ অব্দে সম্রাটের সৈন্যেরা সম্মুখ যুদ্ধে শিবজীর নিকট পরাস্ত হয়। ১৬৮০ খৃঃ অব্দে ৫৩ বর্ষ বয়সে শিবজীর মৃত্যু হয়।

শিবজীর পরে তদীয় পুত্র শম্ভুজী রাজা হইয়াছিলেন কিন্তু মুসলমানদিগের হস্তে ১৬৮৯ খৃঃ অব্দে পরাজিত ও নিহত হন। শম্ভুজীর পরে সাহু ও তৎপরে রাজারাম রাজা হইয়াছিলেন। ইহাঁদিগের সময়েও মহারাষ্ট্রীয় প্রভাব বর্দ্ধিত

হইয়া ছিল, কিন্তু ইহাঁরা স্বয়ং দক্ষ ছিলেন না।

অতঃপর মন্ত্রী অর্থাৎ পেশবারাই মহারাষ্ট্রে প্রধান হইয়া উঠেন। ১ ম পেশবা বলজী বিশ্বনাথ ও তৎপরে তৎ-পুত্র বাজিরাও। এই বাজিরাও মহাপ্রভাব শালী ছিলেন। ইহাঁর সময়ে দিল্লী সাম্রাজ্যের অনেক স্থান হইতে চৌথ আদায় হইত। এই সময়ে সিন্ধিয়া, হুলকার, গুইকবাড় ও ভোঁসলা রাজ্য উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন। বাহাদুর সাহের রাজত্ব কালে কি কি প্রধান প্রধান ঘটনা ঘটে?

উত্তর। বাহাদুর দক্ষিণা-পথের চৌথ দিতে স্বীকৃত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি করেন এবং রাজপুত-দিগের স্বাধীনতা স্বীকার করেন। ইহাঁর সময়ে শিখদিগের প্রভাব বর্দ্ধিত হয়।

প্রশ্ন। কাহাদিগকে শিখ কহে?

উত্তর। সেকেন্দর লোদির রাজত্ব কালে নানক নামে এক ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হন। নানক পঞ্জাবে লাহোর জেলার তালবন্দী গ্রামে কালুবেদী নামক ক্ষত্রীর ঔরসে ১৪৬৯ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি যৌবনাবস্থায় মৌলা নামক জনৈক ক্ষত্রিয়ের সুলক্ষণা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। সুলক্ষণার গর্ব্ভে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে। পুত্র জন্মি-বার পরে নানক সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হন। এই সময়ে বলা নামক একজন হিন্দু ও মর্দ্দানা নামক এক জন মুসলমান তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। নানক

শেষাবস্থায় পরিবার বর্গ ও শিষ্যগণের সহিত বাস করিতেন। ৭০ বৎসর বয়সে ১৫৩৯ খৃঃ অব্দে কর্ত্তার পুর গ্রামে তদীয় আত্মা আনন্দধামে গমন করেন। নানক ধর্ম্ম বিশেষের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। তিনি একমাত্র ঈশ্বর ও তাহার উপাসনার কর্ত্তব্যতা বিষয়ে উপদেশ দিতেন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না, পরকাল ও পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিতেন। হিন্দু ও মুসলমানদিগকে এক ধর্ম্মাবলম্বী করিবার জন্য নানক অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাঁর মতাবলম্বীরা শিষ্য নামে পরিচিত। শিখ শব্দ শিষ্য শব্দের অপভ্রংশ জাত।

প্রশ্ন। ফেরোক সেরের রাজত্ব কালে কি কি ঘটনা ঘটে?

উত্তর। যোধপুরের রাজা অজিত সিংহ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া সম্রাটকে কন্যা দান করিবেন স্বীকার করাতে সন্ধি হয়। রাজপুত ও মোগলদিগের মধ্যে এই শেষ বিবাহ। শিখেরা বন্ধুর অধীনে থাকিয়া লুট পাট আরম্ভ করিলে জনৈক মোগল সেনাপতি তাহাদিগকে পরাস্ত এবং ৭০০ শিখ ও বন্ধুর প্রাণ বিনাশ করেন। এই সময়ে দক্ষিণা পথে মহারাষ্ট্রীয়েরা অত্যন্ত প্রবল হইতে থাকে।

প্রশ্ন। মহম্মদ সাহের রাজত্ব কালে কি কি প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়?

উত্তর। মহম্মদ সাহের রাজত্ব কালে আসফ খাঁ বা নিজাম উলমুলুক হায়দরাবাদে (১৭২৩), আলিবর্দ্দি খাঁ

বাঙ্গালায় এবং সাদত খাঁ অযোধ্যায় স্বাধীনতা অবলম্বন এবং রোহিল্লারা রোহিল খণ্ডে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। ইহাঁর রাজত্ব সময়ে নাদির সাহ ও আমেদ আবদালী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

প্রশ্ন। নাদির সাহ ও আমেদ আবদালী কে?

উত্তর। প্রথমাবস্থায় নাদির সাহ কাস্পিয়ান হ্রদের নিকটে এক পশু পালক দলের সর্দ্দার ছিলেন। পরে ক্রমশঃ পারস্যের সেনাপতি ও রাজা হইয়া কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন (১৭৩৮) দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ সাহ ইহাঁর নিকটে পরাজয় স্বীকার করিলে, ইনি বহুমূল্য মণি, মাণিক্য ও নগদ ৩০ লক্ষ টাকা গ্রহণ করিয়া দিল্লী বাসীদিগের দোষে তাহাদিগের অধিকাংশকে বিনাশ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রতিগমন করেন (১৭৩৯)।

নাদিরের মৃত্যুর পরে তদীয় সেনাপতি আমেদ আবদালী আফগানিস্থানে স্বাধীন রাজা হইয়া ভরতবর্ষ আক্রমণ করেন। কিন্তু প্রথম বারে মহম্মদ সাহের পুত্র আমেদ সাহের নিকটে পরাস্ত হইয়া প্রতিগমন করিতে বাধ্য হন। ২ য় বারে সম্রাট আমেদসাহ পঞ্জাব প্রদেশ সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করেন। সম্রাটের একজন সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক পঞ্জাব অধিকার করিলে আমেদ আবদালী ৩ য় বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া পঞ্জাব অধিকার ও দিল্লী বাসীর ধন প্রাণ হরণ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রতিগত হন। ইহার পরে তিনি আর একবার ভারতবর্ষে

আসিয়াছিলেন। সেই বারে পানিপথ ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রীয় দিগকে পরাজিত করিয়া, তাহাদিগের দর্প খর্ব্ব করেন।

প্রশ্ন। পানিপথের এই যুদ্ধের কারণ কি? এই যুদ্ধ কিরূপে শেষ হয়?

উত্তর। পেশবা বাজিরাও যে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি সম্রাটের নিকট হইতে মালব দেশও বুন্দেল খণ্ডের রাজার নিকট হইতে ঝান্‌সি গ্রহণ করিয়া সম্রাটের সেনাপতি আসফজাকে পরাজয় পূর্ব্বক এই নিয়মে সন্ধি করেন যে, চর্ম্মণ্বতী নদীর দক্ষিণস্থ তাবৎ দেশও নগদ ৫০ লক্ষ টাকা মহারাষ্ট্রীয়েরা পাইবেন। এই নিয়ম প্রতিপালিত হইবার পূর্ব্বেই বাজির মৃত্যু হয়। বাজিরাওর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র বলজীরাও পেশবা হন। ইহাঁর সময়ে বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হইয়া কটক প্রদেশ ও বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা প্রদানে স্বীকৃত হইয়া সন্ধি করেন। অনন্তর উদ্ধত মহারাষ্ট্রীয়েরা আমেদ আবদালীর অধিকৃত পঞ্জাব অধিকার করায় পানিপথের ৩ য় যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। আমেদ আবদালী পঞ্জাবের বৃত্তান্ত শুনিয়া ভারতবর্ষে আগমন এবং ৪৬,০০০ অশ্বারোহী, ৩৮,০০০ পদাতিক ও ৭০ টী কামান সংগ্রহ করেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা ৫৫,০০০ অশ্বারোহী, ১৫,০০০ পদাতিক, ২০০০০০ দুই লক্ষ পিণ্ডারী সৈন্য ও দুইশত কামান লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে পানি পথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ভীষণ যুদ্ধের পরে মহা-

রাষ্ট্রীয়েরাই পরাজিত হন। এই যুদ্ধে পেশবার পুত্র, বিশ্বাস-রাও লক্ষাধিক সৈন্যের সহিত বিনষ্ট হইয়া পরাক্রান্ত মহা-রাষ্ট্রীয়দিগকে বহুদিনের জন্য দুর্ব্বল করিয়া যান। (১৭৬১ খৃঃ অব্দের ৭ ই জানুয়ারি)। এইরূপে পানিপথের ৩ য় যুদ্ধ শেষ হয়।

৩য় অধ্যায়।

প্রশ্ন। ৩ য় পানিপথ যুদ্ধের পরে কোন্ জাতি ভারত-বর্ষের সম্রাট হন ?

উত্তর। পূর্ব্বে যাহা যাহা বলিয়াছি, তৎ সমুদায় স্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে যে, পাঠানেরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে ভারত সম্রাজ্য গ্রহণ করিবার পরে, মোগলেরা আসিয়া পাঠানদিগকে দূরীভূত করেন। আবার মহারাষ্ট্রী-য়েরা মোগলদিগকে নাম মাত্রাবশিষ্ট করিয়া ভারত সাম্রাজ্য গ্রহণ করিবার সময়েই আমেদ আবদালী তাঁহাদিগকে নিতান্ত দুর্ব্বল করিয়া যান। সুতরাং পানিপথের ৩ য় যুদ্ধের পরে আমেদ আবদালী সম্রাট হইলে হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা ইচ্ছা করেন নাই। এই গোলযোগের

সময়ে, এক বৈদেশিক জাতি অল্পে অল্পে উন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে ভারতবর্ষের সম্রাট হইয়া উঠেন। এই জাতির নাম ইংরাজ।

প্রশ্ন। ইংরাজেরা কি কারণে এদেশে আগমন করেন?

উত্তর। ইংরাজেরা বাণিজ্য করিবার জন্যই প্রথমে এদেশে আসিয়া ছিলেন।

প্রশ্ন। আর কোন ইউরোপীয় জাতি কি বাণিজ্যার্থে এদেশে আগমন করে নাই?

উত্তর। করিবে না কেন? ইংরাজদিগের, পুর্ব্বে (১৪৯৭ খৃঃ অব্দে) পর্ত্তুগিজ ও (১৫৯৬) ওলন্দাজেরা এবং পরে (১৬৬৪) ফরাসি ও (১৬১৬) দিনেমারেরা এদেশে বাণিজ্যার্থে আসিয়া ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী ইংরাজ বংশের প্রতি প্রসন্ন হন।

প্রশ্ন। কিরূপে ইংরাজ কোম্পানির সৃষ্টি হয়? এবং তাঁহারা এদেশে কিরূপে বাণিজ্য করিতেন?

উত্তর। প্রথমে একদল ইংলণ্ডীয় বণিক এদেশে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের নিকটে ১৫ বৎসরের জন্য (১৫৯৯খৃঃ অব্দের শেষ দিবসে) একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই বণিক দল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে বিখ্যাত। পরে আর একদলও ঐরূপ অনুমতি লাভ করেন। সুতরাং দুইদলে কিছুদিন বিবাদ চলে, অবশেষে তাঁহারা একত্রিত হইয়া বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন(১৭০২)। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬১১ খৃঃ অব্দে সুরাটে, ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে

বোম্বাই নগরে, ১৬৪০ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজে, ১৬২৪ খৃঃ অব্দে পিপ্লিতে এবং ইহার কিছুদিন পরে বালেশ্বর, হুগলী, কাশীম বাজার প্রভৃতি স্থানে কুঠি নির্ম্মাণ করেন। অতঃপর কোম্পানি আরাঞ্জিবের পুত্র আজিমওসানের নিকট হইতে কলিকাতা, সুতানুটী ও গোবিন্দপুর এই তিনটী গ্রাম ক্রয় করিয়া, ঐ তিনটীর নাম কলিকাতা রাখেন এবং তথায় কুঠি ও ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহার পূর্ব্বে মান্দ্রাজে সেণ্টজর্জ্জ ও চেগ্নাপত্তনে সেণ্টডেবিড নামে আর দুইটী দুর্গও নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইরূপে বাণিজ্য করিতে করিতে তাঁহারা বৌটন ও হামিণ্টন নামক ডাক্তার দ্বয়ের প্রার্থনায় বিনাশুল্কে বাঙ্গলা দেশে বাণিজ্য করিবারও অনুমতি লাভ করেন। অতঃপর ইংরাজ ও ফরাসীরা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হন।

প্রশ্ন। ইংরাজ ও ফরাসীরা কোন্ কোন্ প্রদেশে বিবাদে প্রবৃত্ত হন এবং ঐ সকল বিবাদের কারণ ও ফল কিরূপ হইয়াছিল?

উত্তর। ইংরাজ ও ফরাসীরা কর্ণাট ও বাঙ্গালা দেশে বিবাদ করেন। কর্ণাটের ৩ বার যুদ্ধের বিবরণ—১ম বার—১৭৪৪ খৃঃ অব্দে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে এদেশেও যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজেরা পরাস্ত হন, কিন্তু শেষে সন্ধি হয়। ২য় যুদ্ধ—

নিজাম উল্‌মুলুকের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র নাজির জঙ্গ সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু তদীয় দৌহিত্র মজঃফর

ঐ পদ পাইবার আশা করিয়াছিলেন। এই সময়ে কর্ণাটের নবাবের মৃত্যু হইলে নিজামের প্রিয় পাত্র আনোয়ারুদ্দিন ঐ পদ লাভ করেন, কিন্তু নবাবের জামাতা চাঁদ সাহেব ঐ পদ লাভের বাসনা করিয়াছিলেন। এক্ষণে মজঃফর ও চাঁদ পরস্পরের সাহায্যার্থে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া ফরাসিগবর্ণর ডিউপ্লের সাহায্যে আনোয়ারকে পরাস্ত ও নিহত করেন। এই সংবাদ শুনিয়া নাজির জঙ্গ সসৈন্যে আসিয়া মজঃফ-রকে পরাস্ত ও বন্দীকৃত করেন। কিন্তু ইহার পরে অল্পকালের মধ্যেই নাজির নিহত হন। তাহাতে মজঃফরও চাঁদ স্ব স্ব অভীষ্ট পদ লাভ করেন। অনন্তর মজঃফর নিহত হইলে ফরাসীদিগের সাহায্যে নাজিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সলাবৎজঙ্গ নিজাম হন। সুতরাং দক্ষিণাপথে ফরাসীদিগের প্রভাব অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। চাঁদ সাহেব ফরাসীদিগের সাহায্যে কর্ণাটের সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া অবশেষে আনোয়ারের পুত্র মহম্মদ আলির এক মাত্র আশ্রয় স্থান ত্রিচিনা-পল্লী আক্রমণ করেন। এই সময়ে মহম্মদ আলী ইংরাজ দিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করায়, ইংরাজেরা শরণা-গতের আশ্রয় দান ও স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত ফরাসীদিগের প্রভাব হ্রাস করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই কারণে কর্ণাট দেশে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে ক্লাইব নামক জনৈক বীরপুরুষের বুদ্ধি কৌশলে ইংরাজেরা জয় লাভ করেন। চাঁদ পরাজিত ও কিছু দিন পরে নিহত হওয়াতে

মহম্মদ আলি নবাব হন। ফরাসী কোম্পানি এই বিবরণ শুনিয়া গবর্ণর ডিউপ্লেকে পদচ্যুত করিয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করেন। ১৭৫৫।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে এদেশেও ঐ উভয় জাতির মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কর্ণাটের তৃতীয় যুদ্ধের ইহাই কারণ। এই যুদ্ধে ও ফরাসীরা পরাস্ত হন এবং তাঁহাদিগের দক্ষিণাপথে উন্নতি লাভের যে কিছু আশা ভরসা ছিল, তাহার ও লোপ হয়। বাঙ্গালার বিবরণ।—

আলিবর্দ্দি খাঁর দৌহিত্র সিরাজ উদ্দৌলা ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার নবাব হন। ইংরাজেরা তাঁহার অধীনে থাকিয়া অপ্রিয় কার্য্য করাতে তিনি কলিকাতা অধিকার করেন। কিন্তু ক্লাইব পুনরায় কলিকাতা অধিকার করিলে নবাবের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি হয়। এই সময়ে ক্লাইব ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া ফরাসীদিগের অধিকৃত চন্দননগর অধিকার করেন।

প্রশ্ন। ইংরাজেরা কিরূপে বাঙ্গালা অধিকার করে?

উত্তর। যখন ক্লাইব কলিকাতার অধ্যক্ষতা করিতেন, তখন সিরাজ উদ্দৌলার অত্যাচারে পীড়িত হইয়া বাঙ্গালার কতকগুলি প্রধান লোক তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেন। তাঁহাদিগের সহায়তায়, মিরজাফরের বিশ্বাস-ঘাতকতায় এবং স্বীয় সাহসিকতায় ক্লাইব পলাশির মাঠে ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে সিরাজ উদ্দৌলাকে পরাজিত করেন। ইহার

কয়েক দিন পরে সিরাজ নিহত হন। মিরজাফর যুদ্ধে জয় লাভের পরেই নবাবী লাভ করেন। কিন্তু কি মির-জাফর কি তৎ পরবর্ত্তী মিরকাশীম ইঁহারা কেহই নবাবের উপযুক্ত ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন না। প্রকৃত ক্ষমতা ইংরাজ-দিগের হস্তেই ছিল। অবশেষে ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে বাদসাহের নিকট হইতে ক্লাইব ইংরাজ কোম্পানির নামে বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করেন। এইরূপে বাঙ্গালা দেশ ইংরাজ দিগের অধিকৃত হয়।

প্রশ্ন। মিরজাফর ও মির কাশীম কে?

উত্তর। মিরজাফর সেরাজউদ্দৌলার সেনাপতি ছিলেন। পরে বিশ্বাস ঘাতকতা করিয়া স্বয়ং বাঙ্গালার নবাব হন। মিরজাফর পদচ্যুত হইলে মিরকাশীম বাঙ্গালার নবাবী লাভ করেন কিন্তু তিনি ইংরাজদিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পদচ্যুত হইলে, মিরজাফরই পুনরায় বাঙ্গালার নবাব হন।

প্রশ্ন। ক্লাইব কি কি কার্য্য করিয়া ছিলেন?

উত্তর। ক্লাইব প্রথমে সামান্য কেরাণী ছিলেন। তৎ-পরে যুদ্ধ সংক্রান্ত (১৭৪৮) কার্য্যে প্রবেশ করিয়া কর্ণাটের ২য় যুদ্ধে বিখ্যাত হইয়া উঠেন। ইহার পরে তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করেন। দ্বিতীয় বার এদেশে আসিয়া তিনি কলিকাতা (১৭৫৭) পুনরধিকার ও পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তৃতীয়বারে সম্রাটের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেও-য়ানী (১৭৬৫) কোম্পানির নামে গ্রহণ এবং সৈন্যদিগের ডবল-

ভাতা ও কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের উৎকোচ গ্রহণ প্রথা রহিত করেন। অদ্য যে প্রকাণ্ড ইংরাজ রাজ্য দেখিতেছ, মহাবীর ক্লাইবই ইহার মূল। ইনি ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে আত্মহত্যা করিয়া ঐহিক যাতনা রাশি হইতে মুক্তি লাভ করেন।

প্রশ্ন। ক্লাইবের পরে কে কে কলিকাতার অধ্যক্ষ বা বাঙ্গালার গবর্ণর হন এবং ইহাঁদিগের সময়ে কি কি প্রধান ঘটনা সংঘটিত হয়।

উত্তর। ক্লাইবের পরে ভেরেলষ্ট, কার্টিয়ার ও হেষ্টিংস বাঙ্গালার গবর্ণর হন। ভেরেল্ষ্টের সময়ে মহীসূরের প্রথম যুদ্ধ, কার্টিয়ারের সময়ে "ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর" এবং হেষ্টিংসের সময়ে রোহিল্লা যুদ্ধ ও রেগুলেটিং আক্ট প্রধান ঘটনা।

প্রশ্ন। মহীসূরে কতবার যুদ্ধ হয়? এবং প্রথমযুদ্ধের কারণ ও ফল কি?

উত্তর। মহীসূরে চারিবার যুদ্ধ হয়। প্রথমযুদ্ধের কারণ এই—হায়দর আলী নামে একজন মুসলমান ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া অবশেষে মহীসূরের রাজা হন। ইঁহার প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য দক্ষিণাপথের রাজগণ একত্রিত হইয়া, ইঁহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কিন্তু হায়দর কৌশলে ও অর্থদানে আর সকলকে নিবৃত্ত করেন। সুতরাং ইংরাজদিগের সহিত ইহাঁর যুদ্ধ ঘটে।

এই যুদ্ধে হায়দর জয়লাভ করিয়া, বিপৎকালে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিবেন, এই নিয়মে সন্ধি করেন।

প্রশ্ন। ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর কাহাকে কহে? উহা কোন্ সময়ে ঘটে?

উত্তর। ১৭৭০খৃঃ অব্দে বাঙ্গালা দেশে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। উহা বাঙ্গলা ১১৭৬ সালে ঘটিয়াছিল বলিয়া উহাকে "ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর" কহে।

প্রশ্ন। রোহিল্লা যুদ্ধ ও রেগুলেটিং আক্‌টের বিবরণ কি?

উত্তর। অযোধ্যার নবাবের অনুরোধে ও ৪০ হাজার টাকার লোভে নিরপরাধ রোহিল্লাদিগের সহিত হেষ্টিংস যে যুদ্ধ করেন, তাহাকেই রোহিল্লা যুদ্ধ কহে।

এদেশের শাসন সম্বন্ধে ১৭৭৩ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ড হইতে যে প্রথম নিয়ম পত্র আইসে, তাহাকে "রেগুলেটিং আক্‌ট" কহে। এই আইন অনুসারে বাঙ্গালার গবর্ণর, গবর্ণর জেনেরল হন এবং তাঁহার অধীনে বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এক এক জন গবর্ণর নিযুক্ত হন। কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। ঐই নিয়ম প্রচারিত হইলে হেষ্টিংস গবর্ণর জেনেরল হন।

প্রশ্ন। কোন্ কোন্ ব্যক্তি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়াছিলেন? এবং তাহাদিগের মধ্যে কে কত বৎসর ঐ পদে ছিলেন?

উত্তর। ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭৪-১৭৮৫, ১৩ বৎসর।

মেক্‌ফার্সন (প্রতিনিধি) ১৭৮৫-১৭৮৬, প্রায় ১ বৎসর।

লর্ড করণ্‌ওয়ালিস ১৭৮৬-১৭৯৩, প্রায় ৮ বৎসর।

সারজনশোর ১৭৯৩-১৭৯৮, প্রায় ৫ বৎসর।
মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেস্‌লি ১৭৯৮-১৮০৫, ৭ বৎসর।
লর্ড করণ্‌ওয়ালিস্ (২য় বার)১৮০৫-১৮০৫,কতিপয়মাস।
সর জর্জ্জবার্লো ১৮০৫-১৮০৭, প্রায় ২ বৎসর।
লর্ড মিণ্টো ১৮০৭-১৮১৩, প্রায় ৬ বৎসর।
লর্ড ময়রা (মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংস) ১৮১৩-২৩,৯বৎসর।
জন আডাম (প্র) ১৮২৩-১৮২৩, ৮ মাস।
লর্ড আমহার্ষ্ট ১৮২৩--১৮২৮, প্রায় ৫ বৎসর।
উইলিয়ম বেলি (প্র) ১৮২৮--১৮২৮, ৬ মাস।
লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ১৮২৮-১৮৩৫, প্রায় ৭ বৎসর।
সর চার্লস মেটকাফ (প্র) ১৮৩৫-১৮৩৬,প্রায় ১বৎসর।
লর্ড অকলাণ্ড ১৮৩৬--১৮৪২, প্রায় ৬ বৎসর।
লর্ড এলেনবরা ১৮৪২-১৮৪৪, প্রায় ২ বৎসর।
লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪--১৮৪৮, ৪ বৎসর।
মাষ্টার বার্ড (প্র) ১৮৪৮-১৮৪৮ কিয়ৎকাল।
লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮-১৮৫৬, ৮ বৎসর।
লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬--১৮৬২, ৬ বৎসর।
লর্ড এলগিন ১৮৬২--১৮৬৩, কয়েক মাস।
সারজান লরেন্‌স ১৮৬৩--১৮৬৯, ৬ বৎসর।
লর্ড মেয়ো ১৮৬৯-১৮৭২, ৩ বৎসর।
লর্ড নেপিয়ার (প্র) কয়েক মাস।
লর্ড নর্থব্রুক ১৮৭২--১৮৭৬, ৪ বৎসর।
লর্ড লিটন ১৮৭৬—১৮৮১, ৫ বৎসর।

লর্ড রিপন ১৮৮১—১৮৮৪, ৪ বৎসর।

লর্ড ডফারিণ ১৮৮৪ হইতে এক্ষণেও আছেন।

প্রশ্ন। ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালে কি কি কার্য্য ঘটিয়াছিল ?

উত্তর। ওয়ারেণ হেষ্টিংস বারাণসী অধিকার করিয়া কিছু দিন পরে তথাকার রাজা চেৎসিংহের সর্ব্বনাশ করেন। অযোধ্যার বেগমদিগের রাশিকৃত ধন বলপূর্ব্বক লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। জালকরা অপরাধ প্রচার করিয়া নিরপরাধ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড করান। হেষ্টিংসের শাসন কাল এইরূপ অন্যায় কার্য্যে অতিবাহিত হয়। এজন্য তিনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংসের শাসন কালে পদচ্যুত পেশবা রাঘব বোম্বাই গবর্ণমেণ্টকে বহু অর্থ দিতে স্বীকার করায়, ইংরাজেরা তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে প্রথমে ইংরাজদিগের জয়লাভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু শেষে তাঁহারা পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন (১৭৮২)। এই সন্ধিকে সালবাই সন্ধি কহে। এই সময়ে হায়দর আলীর সহিত ও যুদ্ধ ঘটে, কিন্তু সেই যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্ব্বে হায়দর পীড়িত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। সুতরাং তৎপুত্র টিপুর সহিত যুদ্ধ চলে। কিছুকাল পরে উভয় পক্ষে সন্ধি হয়।

প্রশ্ন। করণ্ওয়ালিসের সময়ে কিকি কার্য্য সংঘটিত হয়?

উত্তর। করণ্ওয়ালিসের সময়েও মহীশূরে পুনরায় যুদ্ধ

উপস্থিত হয়। তাহাতে টিপু পরাজিত হইয়া রাজ্যের অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে (১৭৯৩ খৃঃ অব্দে) দশশালা বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। করণ্‌ওয়ালিস নাবালক জমীদারদিগের বিষয় রক্ষার জন্ম "কোর্টঅব্ ওয়ার্ডস" স্থাপন করেন।

প্রশ্ন। শোর সাহেবের শাসনকালে কি কি ঘটনা হয় ?

উত্তর। শোর সাহেবের সময়ে টিপু ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত নিজামের যুদ্ধ ও পুনর্ব্বার ডবল ভাতা প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রশ্ন। লর্ড ওয়েলেস্‌লীর শাসন সময়ে কি কি ঘটনা হয় ?

উত্তর। টিপু ফরাসীদিগের সহিত ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছিলেন, এজন্য পুনরায় মহীশূরে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে টিপু পরাজিত ও নিহত হন (১৭৯৯)। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই সময়ে ঘোরতর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজ্যের কিয়দংশ ইংরাজদিগকে প্রদান করেন। কর্ণাটের নবাবের নিকট হইতে কর্ণাট প্রদেশ কাড়িয়া লওয়া হয়। লর্ডওয়েলেস্‌লী সদর আমিনী পদের সৃষ্টি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। ইহাঁর সময়ে রবিবারে আফিস বন্ধ হইবার নিয়ম হয়।

প্রশ্ন। লর্ড মিণ্টোর সময়ে কি কি ঘটনা ঘটে ?

উত্তর। লর্ড মিণ্টোর সময়ে পঞ্জাবাধিপতি রণজিতসিংহ অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলে, তাঁহার সহিত ইংরাজেরা এক সন্ধি করেন (১৮০৯)। ইহাঁর সময়ে মিসনরিরা

এদেশে ধর্ম্ম প্রচারে আদিষ্ট হন। এবং এদেশীয় সাহিত্যের উন্নতির জন্য কোম্পানি বার্ষিক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন, স্থিরীকৃত হয়।

প্রশ্ন। লর্ড ময়রার সময়ে কি কি ঘটনা ঘটে?

উত্তর। নেপালীয়েরা ইংরাজ অধিকার আক্রমণ করায় তাহাদিগের সহিত এক যুদ্ধ ঘটে। সেই যুদ্ধে ইংরাজেরা প্রথমে পরাস্ত হইলেও শেষে জয়লাভ করেন। এই সময়ে চতুর্থ বা শেষ মার্হাট্টা যুদ্ধ ও সংঘটিত হয়। তাহাতে ইংরাজেরা পেশবার সমস্ত অধিকার এবং ভোঁসলা ও হুলকার রাজ্যের কিয়দংশ প্রাপ্ত হন। লর্ডময়রা নেপালের যুদ্ধে জয়লাভ করায় "মার্কুইস অফ হেষ্টিংস" উপাধি লাভ করেন।

প্রশ্ন। আডাম ও আমহার্ষ্টের সময়ে কি কি ঘটনা হয়?

উত্তর। আডাম মুদ্রাযন্ত্র সংক্রান্ত কতকগুলি কঠিন নিয়ম প্রচার করেন। বর্ম্মার মগেরা ইংরাজদিগের সাহাপুরী দ্বীপ আক্রমণ করে। তাহাতে তাহাদের সহিত এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজেরা আসাম, আরাকান প্রভৃতি স্থান ও এক কোটি টাকা প্রাপ্ত হন। ১৮২৬। লর্ড আমহার্ষ্ট বর্ম্মার যুদ্ধের সমকালে ভরত পুরের কেল্লা ও অধিকার করেন।

প্রশ্ন। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের শাসন কালে কি কি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল?

উত্তর। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মহীসূর ও কূর্গ প্রদেশ অধিকার, হিন্দুদিগের সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা নিবারণ,

এবং রাজপুত জাতির কন্যাবধ নিবারণের চেষ্টা করেন। বহুকালাবধি উড়িষ্যায় খন্দ জাতিরা ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য নরবলি প্রদান করিত। ইহাঁর সময়ে তাহাও নিবারিত হয়। ঠগী নামে কালীপূজক এক সম্প্রদায় দস্যু ছিল। তাহারা নিমেষ মধ্যে পথিকদিগের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া যাইত। বেণ্টিঙ্কের প্রযত্নে অল্পকাল মধ্যে প্রায় দুই সহস্র ঠগ ধৃত হওয়ায়, তাহাদিগের উৎপাত নিবারণ হয়। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক এদেশীয়দিগের ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার উপায় করিয়া দেন, আরোগ্য লাভের নিমিত্ত মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন এবং উচ্চপদ প্রদান করিবার জন্য নূতন নূতন পদের সৃষ্টি ও ঐ সকল পদ দেশীয়দিগের প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ইহাঁর শাসন কালে রাজা রামমোহন রায় ইংলণ্ডে গমন করেন। রামমোহন রায়ের তুল্য বিবিধ ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি ভারতবর্ষে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন। সরচার্লস মেটকাফের সময়ে কি কি ঘটনা ঘটে?

উত্তর। মেটকাফ সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা প্রদান করেন।

প্রশ্ন। লর্ড অকলাণ্ড ও লর্ড এলেন বরার শাসনকালে কি কি ঘটনা হয়?

উত্তর। রুসিয়ানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে এই আশঙ্কা করিয়া সুবোধ লর্ড অকলাণ্ড আফগানিস্থানের আমিরকে স্বপক্ষে রাখিবার জন্য কাবুল যুদ্ধ বাধাইয়া

স্বদেশে চলিয়া যান। লর্ড এলেনবরা আসিয়া সেই যুদ্ধ শেষ করেন। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের যত ক্ষতি হইয়াছিল, আর কোনও যুদ্ধে সেরূপ ক্ষতি হয় নাই। লর্ড এলেনবরা যখন এদেশে আগমন করেন, তখন ডাইরেক্টরেরা শান্তি স্থাপনের জন্য তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু শান্তিস্থাপন দূরে থাকুক, তিনি কাবুলের যুদ্ধ শেষ করিয়া সিন্ধু দেশে ও গোয়ালিয়রে যুদ্ধ বাধান, এজন্য ডাইরেক্টরেরা তাঁহাকে পদচ্যুত করেন। গবর্ণর জেনেরালদিগের মধ্যে ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ কখনও পদচ্যুত হন নাই।

প্রশ্ন। লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসন কালে কি কি ঘটনা ঘটে?

উত্তর। রণজিত সিংহের খালসা সৈন্যেরা ইদানীং অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী হইয়াছিল। রাণী ঝিন্দুনা পঞ্জাব প্রদেশও স্বীয় পদ নিরাপদ রাখিবার জন্য মন্ত্রীদিগের পরামর্শে উহাদিগকে ইংরেজ রাজ্য আক্রমণ করিতে আদেশ করেন। এই কারণে ইংরাজদিগের সহিত শিখদিগের প্রথম বার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে শিখেরা যেরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, পৃথিবীর মধ্যে তাহা একটী স্মরণীয় ঘটনা সন্দেহ নাই। কিন্তু সেনাপতিদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় অবশেষে তাহাদিগের পরাজয় হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে বাঙ্গালা দেশে ১০১ টী বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রশ্ন। লর্ড ডালহৌসীর শাসন কালে কি কি প্রধান ঘটনা ঘটে ?

উত্তর। দ্বিতীয় বার পঞ্জাবে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে সমস্ত পঞ্জাব ইংরাজ রাজ্য ভুক্ত হয়। বর্ম্মা দেশেও ২য় বার যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংরাজেরা পেগু প্রদেশ লাভ করেন। এতদ্ভিন্ন সেতারা, নাগপুর, অযোধ্যা, বিরার, ঝান্‌সি, অম্বুল ও সিকিম মোরাঙ্গ ইংরাজ রাজ্যে যোজিত হয়। লর্ড ডালহৌসী পেশবার পোষ্য পুত্র নানা সাহেবের বৃত্তি বন্ধ করেন। ইহাঁর সময়ে বাহুল্য রূপে বিদ্যা শিক্ষার নিয়ম, কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যালয় সমূহে অর্থ সাহায্য দানের নিয়ম, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ নির্ম্মাণ, ডাকের মাশুল হ্রাস এবং নানা স্থানে খাল খনন ও রাস্তা নির্ম্মাণ এই সকল দেশ হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন। লর্ড ক্যানিংএর শাসন কালে কি কি ঘটনা ঘটে ?

উত্তর। লর্ড ক্যানিংএর শাসন সময়ে এরূপ কতকগুলি কার্য্য সংঘটিত হইয়াছিল, যাহাতে ধর্ম্ম লোপের আশঙ্কা সাধারণের বিশেষতঃ সিপাহীদিগের মনে উপস্থিত হয়। এই সময়ে টোটা ব্যবহারের নিয়ম প্রচলিত হইয়াছিল। টোটা দাঁতে কাটিয়া বন্দুকে পূরিতে হইত। কতকগুলি লোকে প্রচার করিয়া দিল যে,টোটার কাগজে গো ও শূকরের চর্ব্বি আছে। হিন্দু ও মুসলমানদিগকে ধর্ম্ম-

ভ্রষ্ট করিবার জন্যই উহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া সিপাহীরা মহা বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। ডালহৌসী অনেক রাজ পরিবারের ন্যায়ানুগত স্বত্ব লোপ করিয়া ছিলেন, তাহারা সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিতে আরম্ভ করিল। এই কারণে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহ দমনে ইংরাজদিগকে ঘোরতর ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। শত সহস্র ইংরাজ স্ত্রী পুত্রের সহিত নিষ্ঠুর সিপাহীদিগের শাণিত অস্ত্রে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিল। কত শত ইংরেজ সেনাপতি এই যুদ্ধে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। এই বিদ্রোহ সময়ে দিল্লীর মহম্মদ সাহ, কাণপুরের ধুন্ধুপন্থ নানা, অযোধ্যার বেগম, ঝান্‌সির রাণী, তাঁতিয়া তোপী, জগদীশ পুরের কুমার সিংহ প্রভৃতি সিপাহীদিগের পক্ষে ছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহ নিবারণের পরে কোম্পানির রাজত্ব শেষ হইল। মহারাণী স্ব-হস্তে ভারত রাজ্যের ভার গ্রহণ করিলেন (১৮৫৮ খৃঃ অব্দে)। এই অবধি গবর্ণর জেনেরলগণ, "ভাইসরয় অর্থাৎ রাজ প্রতিনিধি" এই উপাধিও লাভ করিলেন।

লর্ড ক্যানিংএর সময়ে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে মেঘনাদ বধ কাব্য প্রণয়ন করেন।

প্রশ্ন। ক্যানিংএর পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনেরলদিগের সময়ে কি কি ঘটনা সংঘটিত হয়?

উত্তর। লর্ড এলগিনের সময়ে কাবুল রাজ্যের প্রান্ত-

স্থিত সিতানায় ওহাবীরা বিদ্রোহী হয়। সরজন লরেন্সের সময়ে ভুটিয়াদিগের সহিত নিষ্ফল যুদ্ধ ও উড়িষ্যায় ঘোরতর দুর্ভিক্ষ ঘটে। লর্ড মেয়োর সময়ে কাবুলের আমির সিয়ার আলির অভ্যর্থনার জন্য অম্বালায় একটী দরবার এবং হাই-কোর্টের চিফ্‌জষ্টিস ও গবর্ণর জেনেরলের অপঘাত মৃত্যু হয়। লর্ড নর্থব্রুকের সময়ে বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ, ডফলা ও নাগা-দিগের দমন, গঙ্গার পোল নির্ম্মাণ, বরদা রাজ মলহররাওর রাজ্যচ্যুতি এবং প্রিন্স অফ ওয়েল্‌সের এতদ্দেশে আগমন, এই সকল কার্য্য হয়। লর্ড লিটন দেশীয় মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ ও অস্ত্র সংক্রান্ত আইন প্রচাব করেন। ইহাঁর সময়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া "এম্প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়া" উপাধি গ্রহণ করেন। ইহাঁরই শাসন কালে মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ে দুর্ভিক্ষ, লাইসেন্‌স ট্যাক্‌সের জন্য সুরাটে বিদ্রোহ এবং কাবুলে দ্বিতীয় বার যুদ্ধ হয়। লর্ড রিপণের সময়ে পুনরায় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দান, দেশীয়দিগকে আত্মশাসন অধিকার প্রদান, দেশীয় রাজ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি, আমদানী শুল্ক রহিত করণ, দুর্ব্বৎসরে খাজানা আদায় নিষেধ, হাইকোর্টের চিফ্‌জষ্টিসের পদে দেশীয় লোক নিয়োগ ইত্যাদি শুভ কার্য্য সমূহ অনুষ্ঠিত হয়। ইহাঁরই যত্নে আন্তর্জাতিক মহা মেলা (এগ্‌জিবিশন) কলিকাতা নগরীতে হইয়াছিল। যখন ইনি এদেশ পরিত্যাগ করিয়া যান, তখন এ দেশীয় কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কি বালক, কি

বিদ্বান্, কি মূর্খ, কি ধনী, কি দরিদ্র সকল শ্রেণীর সকল লোকে একবাক্যে এক মনে মহাড়ম্বরে মঙ্গল কামনা করিতে করিতে ইহাঁকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিল। ফলতঃ এ পর্য্যন্ত কোনও গবর্ণর জেনেরল এতাদৃশ সম্মান ও সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই।

এক্ষণে লর্ড ডফারিণ এদেশের গবর্ণ জেনেরল। ইনি, অতি অল্পদিন হইল আসিয়াছেন, সুতরাং ইহাঁর বিষয়ে কোনও প্রকার মতামত প্রকাশ করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। ভরসা করি, ইনি যেরূপ দক্ষ ও বিজ্ঞ, তাহাতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পন্ন করিয়া ভারত-বর্ষীয়দিগের কৃতজ্ঞতা ও আশীর্ব্বাদের পাত্র হইতে পারিবেন।